সমকাল

তারিখ ০৭ DEC 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৩

পীরগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের হিড়িক!

দুই বছরে ৫২ স্কুল

মাজহারুল আলম মিলন, *পীরগঞ্জ*

পীরগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের হিড়িক পড়েছে। ২০১৩ সালে এই উপজেলায় ১১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ১২০টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় জাতীয়করণের পর ২০১৪ ও ২০১৫ সালেই ৫২টি নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে বলে জানা গেছে। অথচ কবে, কখন, কীভাবে ওইসব বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছে তা জানেন না ওই এলাকার সাধারণ মানুষ, সংশ্লিষ্ট উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাসহ উপজেলা প্রশাসনের সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো। সম্প্রতি ২৪টি বিদ্যালয়ে তদন্ত চলাকালে আরও ২৩টি বিদ্যালয় তদন্তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি আসে। মন্ত্রণালয়ের পত্র প্রাপ্তির পর উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটির প্রতিনিধি দল তদন্ত শুরু করে।

ফলে রাতারাতি ওইসব এলাকায় স্থাপিত বিদ্যালয়ের অবকাঠামো নির্মাণে এলাকার চিত্র পাল্টে যায়। আবাদি জমিতে তড়িঘড়ি করে স্থাপিত হয়েছে বিদ্যালয়ের নতুন ঘর। নতুন ঝকঝকে টিন দিয়ে তৈরি ঘরের ছাউনি ও বেড়া দেখে হতবাক এলাকাবাসী। ক্লাসরুমের ভেতরে সাজানো-গোছানো কাঠের তৈরি নতুন চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চ দেখে ভেতরের গোমর বোঝা যায়। পথচারীরা সদ্য ঝুলিয়ে দেওয়া সাইনবোর্ড দেখে রাতারাতি বিদ্যালয়

পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৬

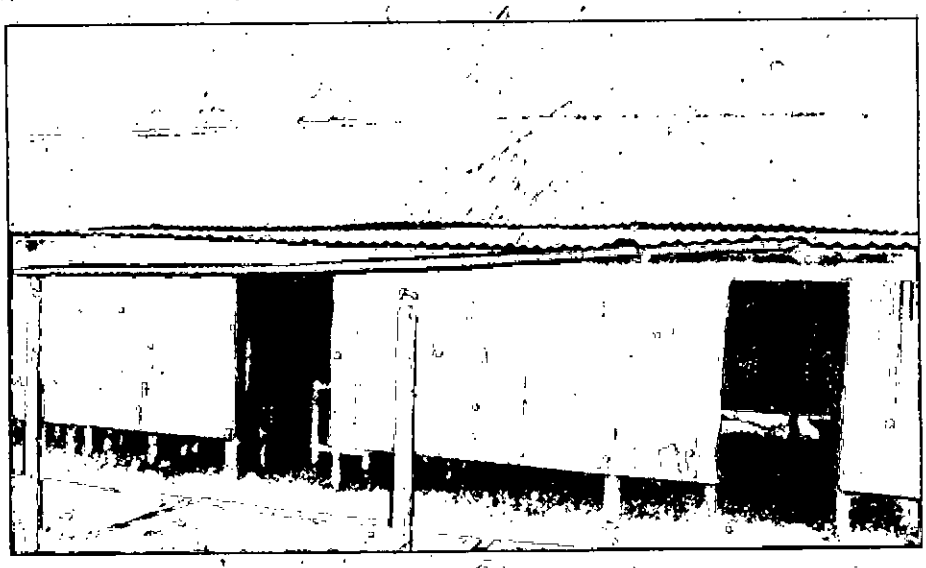

নতুন ঝকঝকে টিনের তৈরি স্কুল ঘর। কর্তৃপক্ষের দাবি ২০০১ সালে নির্মিত এটি (উপরে)। শ্রেণীকক্ষে সাজানো চেয়ার-টেবিল বেঞ্চ, নেই শুধু শিক্ষার্থী

সমকাল

পীরগঞ্জে প্রাথমিক বিদ্যালয়

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

স্থাপন সম্পর্কে জেনে যান। সাইনবোর্ডে স্থাপিতের সাল দেখে অবাক হন অনেকেই। ফসলি জমিতে হঠাৎ নির্মিত বিদ্যালয়টি কয়েক বছর ধরে কীভাবে এলাকায় প্রাথমিক শিক্ষায় পাঠদান চালিয়েছে তা বোধগম্য নয়। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীর দেখা না মিললেও শিক্ষক-কর্মচারী রয়েছে, ছাত্রছাত্রীও রয়েছে– তবে তা কাগজে-কলমে। অনেক বিদ্যালয়ের নাম তদন্তে এলেও সে জমিতে এখনও ফসল রয়েছে। আবাদি জমিতে ফসল কেটে রাতারাতি নির্মিত ওইসব বিদ্যালয়ের মাঠ দেখে বোঝা যায় তদন্ত টিম আসার আগেই তড়িঘড়ি করে নির্মিত বিদ্যালয়। শৌচাগার তো দূরের কথা, শিশুদের খেলাধুলার মাঠও নেই সেখানে।

এ প্রসঙ্গে এক সরকারি কর্মকর্তা জানান, নতুন প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনের শর্তের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে ২০১২ সালে অথবা তার আগে ওই বিদ্যালয় থেকে শিক্ষার্থীদের সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ এবং ২০১২ সালের আগে বিদ্যালয়ের নামে জমি সম্পাদন। তাই অধিকাংশ বিদ্যালয় স্থাপনের তারিখ ২০০০ থেকে ২০১০ সাল পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, ২০১৩ সালের ১ জানুয়ারি সারাদেশে বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ হয়। সে সময় পীরগঞ্জ উপজেলায় ১১৩টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ১২০টি বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সরকারিকরণ হয়। ২০১৪ সালে নিয়ামত, শমসেরপাড়া, মাধবপুর সরদারপাড়া, বড় রামনাথপুর, কুয়েদপুর, হামিদপুর, পারমেরিপাড়াসহ ৫টি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণে যাচাই-বাছাইপূর্বক প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় তদন্ত রিপোর্ট দাখিল করা হয়। এর পরই শুরু হয় এ উপজেলায় বিদ্যালয় স্থাপনের হিড়িক। ২০১৫ সালের শুরু থেকে ধাপে ধাপে ২৪টি বিদ্যালয় স্থাপনসহ তা জাতীয়করণে তদন্ত রিপোর্ট দাখিলে জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তার মাধ্যমে উপজেলা যাচাই-বাছাই কমিটির কাছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে চিঠি আসে। যাচাই-বাছাই কমিটির সভাপতি ও উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ওই বিদ্যালয়গুলো তদন্তে সহকারী কমিশনার (ভূমি) এসএস গোলাম কিবরিয়াকে আহ্বায়ক ও উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা হেমায়েত আলী শাহ, ইউআরসির ইন্সট্রাক্টর মাহবুবুর রহমান এবং উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ফারুক হোসাইনকে সদস্য করে চার সদস্যের তদন্ত কমিটি গঠন করে। ওই কমিটি বর্তমানে থিরারপাড়া, রসুলপুর, সন্দোলপুর, বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল, রোজবাহাপুর, ঈদগাহপাড়া, নিজকাবিলপুর, আকুবেরপাড়া, মাটিয়ালপাড়া, তুলারাম মজিদপুর, গৌরশ্বেরপুর, শরীফেরপাড়া, পবনপাড়া, হিলি, পঁচাকান্দর, নাসিরাবাদ, দক্ষিণ দুর্গাপুর, ফতেপুর নন্দরাম, ছিলিমপুর, চকবরখোদা, বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুল মমিন, উল্লাগাড়ী, ছোট উমরপুর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফসহ ২৪টি বিদ্যালয় তদন্ত করছে। এর মধ্যেই বড়আলমপুর সন্ন্যাসীর বাজার, হরনাথপুর, করিম লক্ষ্মীপুর, ওয়াপদাপাড়া, তুলারাম মজিদপুর, ছোট উমরপুর, উল্লাগাড়ী, বিছনা ডাড়ারপাড়া, কাফ্রিখাল, বড় করিমপুর, বাজে কাশিমপুর, রামনাথপুর বঙ্গবন্ধু, বড় বদনাপাড়া, ছেনাগাড়ী, সোনাকান্দর, খামার তাহেরপুর, চকবরখোদা নয়াপাড়া, বাবনপুর মধ্যপাড়া, একবারপুর পূর্বপাড়া, হরনাথপুর (২), বড় ভগমানপুর ও বীর মুক্তিযোদ্ধা আবদুর রউফসহ ২৩টি বিদ্যালয় তদন্তে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে পত্র সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পৌঁছে।

উপজেলা পরিসংখ্যান কর্মকর্তা ফারুক হোসাইন জানান, তদন্ত চলছে, অধিকাংশ বিদ্যালয়ের অবস্থা নাজুক, গৌরীশ্বেরপুর নামক বিদ্যালয়ের জমিতে ফসলসহ আকুবেরপাড়ায় ঘর নির্মাণ দেখেছি।

উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এ্যএম মাজহারুল ইসলাম জানান, চার সদস্যের তদন্ত কমিটি তদন্ত করছে, ভিডিও ক্যামেরায় সব চিত্র তুলে রাখ হচ্ছে। কোনো অনিয়ম বরদাশত করা হবে না।